শেকৃবিতে তুচ্ছ ঘটনায় দফায় দফায় সংঘর্ষ

শেকৃবি প্রতিনিধি ১১ এপ্রিল ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১০ এপ্রিল ২০১৯ ২৩:৪৮

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অঞ্চলভিত্তিক দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে ৭০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় শুরু হওয়া এ সংঘর্ষ চলে গভীর রাত পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এর জেরে গতকাল বুধবার শেকৃবিতে সকল ধরনের পরীক্ষা স্থগিত ছিল, বন্ধ ছিল শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমও। গতকাল রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। জানা গেছে, ক্লাস পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা না করা নিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে উত্তরবঙ্গ ও ময়মনসিংহ গ্রুপ এ দুই আঞ্চলিক গ্রুপের মধ্যে। এ সময় উভয় পক্ষই শেরেবাংলা হল ও কবি কাজী নজরুল হলে ভাঙচুর চালায়; ক্যাম্পাস পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। রাত ৮টার দিকে এক দফায় সংঘর্ষ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। বিবদমানদের জানানো হয়, বুধবার (গতকাল) এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। এর পরও গ্রুপ দুটো ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাদের বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ গ্রুপ এই বলে স্লোগান দেয় যে, 'ছাত্রলীগ নামে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের এই কমিটি/মানি না, মানব না।' এর পর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি এসএম মাসুদুর রহমান মিঠু ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে তাদের অনুসারীরা একত্রিত হয়ে উত্তরবঙ্গ গ্রুপকে আক্রমণ করে। এতে ময়মনসিংহ গ্রুপের অন্তত ১৮ শিক্ষার্থী এবং উত্তরবঙ্গ গ্রুপের ৫২ শিক্ষার্থী আহত হন। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গের নেতা আশেক মো. আশিক বলেন, উত্তরের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে। আমরা ছাত্রলীগের এই কমিটির বিলুপ্তি ও সংঘর্ষের ঘটনায় ন্যায্য বিচার দাবি করছি। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বলেন, উত্তরবঙ্গের নেতাদের পূর্বপরিকল্পনা থেকে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত। আমি আমার গ্রুপের ছেলেদের প্রায় ৩ ঘণ্টার মতো হলে আটকে রেখেছিলাম। স্যাররা আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন। তখন পর্যন্ত যারা দোষী তাদের চিহ্নিত করে ঝামেলা মিটানো হয়। এর মধ্যে রিয়ন সরকার, উত্তম, আসিফ, সৈকত, প্রান্তসহ বেশ কয়েকজন উত্তরবঙ্গের শিক্ষার্থীদের ইন্ধন দেওয়ায় তারা আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তারা ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে

সেøোগান দিচ্ছিল। এ সময় আমার গ্রুপের ছেলেরাও মিছিল করে। মিছিলের মধ্যেই তারা আবার অতর্কিত হামলা করে। এ সময় আমার অনুসারীরা তাদের প্রতিহত করে। এ বিষয়ে শেকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামালউদ্দিন আহাম্মদ বলেন, আমরা সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করব এবং তদন্ত কমিটি গঠন করে সংঘর্ষে জড়িতদের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করব। প্রক্টর অধ্যাপক ড. ফরহাদ হোসেনও তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান।